শিরোনামঃ কর্মী এবং গ্রাহকের জন্য দোকান কে সুরক্ষিত রাখা

Indian Scientists' Response to COVID-19

কোভিড-১৯ সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন

https://indscicov.in/

IndiSciCovid

সূচনা:

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ করতে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা প্রদানকারী দোকানপাঠ, যেমন মুদিখানা ও ঔষধালয় গুলি লকডাউন এর সময়ও খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই জায়গাগুলিতে অনেক মানুষ প্রবেশ করে থাকে, তাই এগুলির রোগ ছড়ানোর অকুস্থল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। হাত ভালোভাবে ধোয়ার, জিনিসপত্র পরিষ্কার করে মোছার এবং অন্যের সঙ্গে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার যে সাধারণ নির্দেশাবলী রয়েছে সেগুলি মেনে চলা জরুরি, সেই সঙ্গে একজন অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানকারী কর্মী হিসেবে কিছু নির্দিষ্ট উপায় আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। এই উপায়গুলি সাধারণ মানুষকে অপরিহার্য জিনিসপত্র সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে, আপনার সহকর্মী ও আপনার পরিবারের সদস্যদেরও সুরক্ষিত এবং সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

দোকানদারদের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা:

কোভিড-১৯ এর মহামারীর সময়ে, নিয়মিত হাত ধোয়ার এবং নিজের মুখের থেকে হাত সরিয়ে রাখার যে নির্দেশিকা, তা সকলের জন্য প্রযোজ্য। দোকানের সকল কর্মীদেরকেই তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বিনিময়ের সময়ে মাস্ক পরে থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কেউ কেউ অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে এপ্রোন, টুপি এবং গ্লাভস পরে থাকছেন।

রেশনের দোকানের মতো কোনো বিপণীতে যদি আপনি খুচরো, মোড়ক না থাকা খাবার বিক্রি করেন, তবে বাঁকানো, বড় প্লাস্টিকের নলের মতো কিছু ব্যবহার করে সুবিধাজনক ভাবে জিনিস বিলি করতে পারেন। এর ফলে আপনার সঙ্গে আপনার গ্রাহকদের উপযুক্ত শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকবে।

যদি আপনি অসুস্থ হোন:

যদি আপনি কিংবা দোকানের অন্য কর্মচারী কারো কাশি, জ্বর জাতীয় কোভিড-১৯ এর কোনো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে তাদের কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকতে হবে। আদর্শস্বরূপ, নিয়োগকারী বা মালিককে তার কর্মীদের বেতন সমেত ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। এর ফলে কর্মীদের সুস্থ হয়ে ওঠা যেমন সুনিশ্চিত হবে তেমনি অন্য কর্মী কিংবা গ্রাহকদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর আশংকা থাকবে না।

ব্যক্তিগত / পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধি:

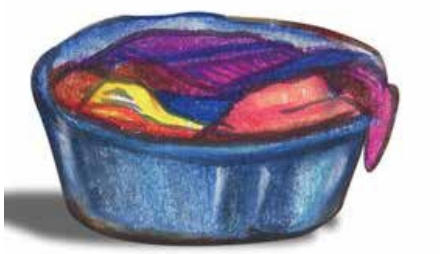

বাড়ি পৌঁছনো মাত্র সাবান দিয়ে স্নান করে নিতে চেষ্টা করতে হবে, যাতে সারাদিন বাইরে থাকার ফলে ভাইরাসের সংস্পর্শে আপনি এসে থাকলেও, তা যেন আপনার পরিবারের অন্য কারো মধ্যে না ছড়ায়। সারাদিন পরে থাকা পোষাক ছেড়ে সেগুলি একটি আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা বালতি কিংবা গামলায় রাখুন। সম্ভব হলে সেগুলি সাবান ও জল দিয়ে অবিলম্বে কেচে নিন।

দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনা ও দোকানে মালপত্র তোলা/ দোকানে ক্রয় বিক্রয় করবার সময়:

সাধারণত যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার কথা বলা হয়েছে, প্রকাশ্যস্থানে সেটা প্রত্যেকের মেনে চলা উচিত। জিনিসপত্র যেখানে পাইকারিভাবে বিক্রি হয়, যেখান থেকে দোকানদারেরা জিনিস কিনে আনেন, সেখানেও লাইনে দাঁড়িয়ে জিনিস কেনার নিয়ম থাকা বাঞ্চনীয়। বাড়ির বাইরে থাকাকালীন মাস্ক বা মুখোশ পরে থাকা ও বাড়ি ফিরেই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সম্ভব হলে টাকা পয়সা মেটাবার সময় অনলাইন ট্রান্সাকশন ব্যবহার করা উচিত।

যদি আপনাকে দোকানের জন্যে মালপত্র গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় যদি এই কাজটি দোকানের বাইরে করা যায়। প্রাপ্ত পণ্য দোকানঘরের বাইরেই বাক্স বা ঝুড়ি থেকে সাবধানে বের করে নিয়ে তারপর দোকানে এনে রাখা উচিত। সম্ভব হলে, বাক্সটি (বিশেষ করে, সেই অংশ যা স্পর্শ করে বাক্সটি খুলতে হবে এবং সে অংশের চারপাশ) সাবান জল দিয়ে মুছে নিলে ভালো হয়।

মালপত্র দোকানে রাখা:

মোড়কবিহীন যাবতীয় জিনিসপত্র যেমন চাল, ডাল--এসব ঢাকনা দেয়া কৌটো বা পাত্রে ভরে রাখুন। দিনের শেষে এই পাত্র গুলি সাবান জল দিয়ে মুছে নিন। শিশি অথবা ছোট বাক্সগুলো দোকানের তাকে রাখা যেতে পারে, কারণ এগুলো সাধারণত বড়ো বাক্সের মধ্যে আসে (যেগুলো হয়ত সম্প্রতি নাড়ানো হয় নি), তাই সেগুলোর ওপর ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা কম। ফল এবং সবজি খোলা জায়গায় সাজিয়ে রাখতে কোনো বাধা নেই, কারণ এই ধরনের জিনিস দোকানে বেশি সময় থাকে না। এমনিতেই ভালো হয় যদি লোকজন ফল এবং সব্জি (এবং সেগুলোর মোড়ক) বাড়ি পৌঁছে তুলে রাখার আগে ধুয়ে নেন। ক্রেতারা দোকানে এলে তাদের অনুরোধ করুন কোনো জিনিস না কিনলে তা স্পর্শ না করতে, যাতে ভাইরাসের সংক্রমণ কম হয়।

জিনিস বিক্রি করা:

বাইরে বেরোনোর সময় প্রত্যেকের (পুনর্ব্যবহারযোগ্য) মুখোশ ব্যবহার অথবা দুই স্তরের কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকার ব্যবস্থা করা উচিত। দোকানদারদের বিনয়ী অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে ক্রেতাদের মুখোশ ব্যবহার অথবা মুখ ঢাকবার নির্দেশ দেওয়া জরুরি। মানুষকে মুখ ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করতে দোকানের প্রবেশ পথে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে পোস্টার প্রিন্ট করে লাগিয়ে দিতে পারেন।

দোকানের আয়তন অনুযায়ী, এই সময়ে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে যেকোনো একটি বিকল্প বেছে নিতে পারেন

বিকল্প ১: (ছোট, অভ্যন্তরীণ দোকানের ক্ষেত্রে)

দোকানের প্রবেশপথের মধ্যে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে পারেন। পরিষেবা সহজে ও কার্যকরী উপায়ে সেরে নিতে ক্রেতাদের দোকানে আসার সময় সঙ্গে জিনিসপত্রের লিস্ট নিয়ে আসতে উৎসাহিত করুন।

বিকল্প ২: (অপেক্ষাকৃত বড়, অভ্যন্তরীণ দোকানের ক্ষেত্রে)

দোকানে প্রবেশ করছেন এমন সকল ক্রেতাকে বলুন তাদের হাত পরিষ্কার করতে সম্ভব হলে দোকানে ঢোকার মুখে একটি হাত ধোয়ার জায়গা তৈরি করে দিন, সঙ্গে সাবান রেখে দিন। ক্রেতাদের ভেজা হাত মোছার জন্য চেষ্টা করুন পেপার ন্যাপকিন দিতে, এবং ব্যবহারের পর, নিরাপদে সেগুলি একটি আলাদা ডাস্টবিনে সংগ্রহ করুন। অথবা, দোকানে প্রবেশদ্বারে ক্রেতাদের ব্যবহারের জন্য (অন্তত ৬০% অ্যালকোহল যুক্ত) স্যানিটাইজার রেখে দিন। সম্ভব হলে, দোকানের প্রবেশ করবার মূল দরজা খোলা রাখুন, যাতে ক্রেতাদের দরজার পাল্লা ঠেলে কিংবা হাতল ঘুরিয়ে দোকানে ঢুকতে/বেরোতে না হয়। বাতাস চলাচলের জন্যে দোকানের জানালাও খোলা রাখতে পারেন।
একসঙ্গে কতজন ক্রেতা দোকানে ঢুকতে পারবেন, সেই সংখ্যাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনার দোকান আয়তনে কত বড়, এবং দোকানের ভেতরে ১-২মিটারের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কতজন ক্রেতা এক সাথে থাকতে পারবেন, তার ওপর নির্ভর করবে এই সংখ্যাটি।

বিকল্প ৩: (খোলা জায়গায়/ পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র)

খোলা জায়গায় বসা হাট বাজার কিংবা পাইকারি জিনিসপত্র বিক্রি হয় যেখানে সেখানে ভাইরাস এসে লেগে থাকার এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার মতো জায়গা সাধারণত কম থাকে। তবু দোকানে বা তার চারপাশে অন্যদের থেকে ১-২মিটারের দূরত্ব বজায় রাখবেন। দোকানের চারপাশ পরিষ্কার এবং আবর্জনামুক্ত রাখা চাই। সারাদিনে জড়ো হওয়া আবর্জনা একটি পাত্রে সংগ্রহ করে নিন এবং দিনান্তে তা উপযুক্ত জায়গায় ফেলে দিন।

সারিবদ্ধ হওয়া:

ক্রেতাদের হয়তো জিনিস কিনে নেবার জন্য কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হবে। সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করবার সময়ে তাদের অনুরোধ করুন একে অপরের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে। দোকানের বাইরে অপেক্ষা করবার জায়গায় চক দিয়ে দাগ কেটে ১-২ মিটারের দূরত্ব নির্দেশ করে তাদের সাহায্য করতে পারেন আপনি। <দোকানের বাইরে দাগ কেটে দূরত্ব নির্দেশের ছবি>

দিনের শেষে, দোকানের সমস্ত জায়গা যেমন কাউন্টার, জানলা দরজার হাতল, পাত্রের ঢাকনা, ক্যাশবাক্স ইত্যাদি সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করুন। বারংবার স্পর্শ করা হয়েছে এমন যে কোনো জিনিস যেমন কল, দরজার হাতল, দরজার তালা, শৌচাগারের ফ্লাস বাটন সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করতে ভুলবেন না। হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন ও টয়লেট/শৌচাগার প্রতিদিন, বার কয়েক সাবান জল দিয়ে ধুয়ে, মুছে, ব্লিচ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন।

পুনর্ব্যবহারযোগ্য টুপি, মুখোশ ও এপ্রন অন্য কাপড়ের থেকে আলাদা করে কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়ে কাচুন। সব কর্মীদের প্রতিদিন নতুন এক প্রস্থ সুরক্ষা বস্ত্র দিন। ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হয় এমন যেকোনো মুখোশ, গ্লাভস, টুপি, এপ্রোন নিরাপদ ভাবে বর্জন করতে হবে। প্রথমে সেগুলি ঘরে তৈরী ১% ব্লিচ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন, তারপর হয় পুড়িয়ে ফেলুন নয়তো মাটির গভীরে পুঁতে ফেলুন।

পারিশ্রমিকঃ

যেহেতু আপনাকে বেশ বড় অংকের টাকা পয়সা প্রতিদিন নাড়াচাড়া করতে হয়, তাই এগুলি থেকে যাতে ভাইরাস না ছড়িয়ে পড়ে, সে সম্বন্ধে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যতবার সম্ভব সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। টাকাপয়সা হাতে নেবার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে গ্লাভস পরে অন্য কোনও জিনিসে যেন হাত না লাগে। আপনি টাকাপয়সার রাখার জন্য একটা আলাদা বাক্স ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু দিনের শেষে সেটা সাবান জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে, দোকানে একজনকে মনোনীত করুন, যিনি সমস্ত টাকাপয়সা সংক্রান্ত লেনদেন সামলাবেন, কিন্তু তিনি যেন দোকানের অন্য জিনিসে হাত না দেন। সবাইকে অনলাইন এবং ক্যাশ ছাড়া জিনিসের মূল্য দেবার পরামর্শ দিন।

হোম ডেলিভারি বা গ্রাহকের বাড়িতে জিনিস বিতরণের সময়

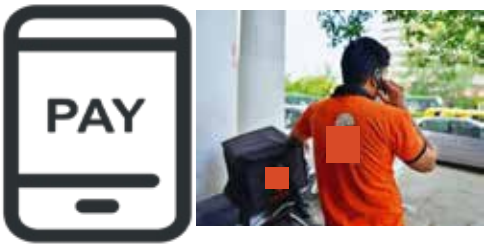

জিনিসপত্র একটি বাক্স অথবা থলের মধ্যে রাখা উচিত যেগুলো বাড়ির বাইরে রাখা যেতে পারে, এবং যেগুলো ক্রেতা তুলে নিতে পারেন। সম্ভব হলে ক্রেতার বাড়ির ভিতরে ঢুকবেন না। জিনিসের মূল্য নেবার জন্য একটি ছোট থলে বা বাক্স ব্যবহার করতে পারেন যাতে আপনি পরে সেই টাকায় হাত দিতে পারেন, যখন আপনার হাত ধোয়ার সুযোগ থাকবে।

সারাংশ

দোকানদারদের জন্যে সাধারণ নির্দেশিকা:

- যত ঘন ঘন সম্ভব হাত ধুয়ে নিন
- মুখে হাত দেবেন না
- মুখোশ ব্যবহার করুন
- সাবান জল দিয়ে দোকানের কাউন্টার সহ সমস্ত জায়গা যেমন, হাতল, ঢাকনা ইত্যাদি পরিষ্কার করুন
- পুনর্ব্যবহারযোগ্য টুপি /মুখোশ/এপ্রন অন্য কাপড়ের থেকে আলাদা করে কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়ে কেচে নিন
- অসুস্থ বোধ করলে কাজ করবেন না
- বাড়ি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে স্নান করুন
- কাজের সময় পরে থাকা পোষাক আলাদা করে কাচুন

জিনিস কেনা এবং ডেলিভারি গ্রহণ করা

- সম্ভব হলে, দোকানের বাইরে মালপত্রের যোগান গ্রহণ করুন
- সাবান জল দিয়ে জিনিসপত্রের বাক্স মুছে নিন
- বাক্স বা ঝুড়ি থেকে জিনিস বের করুন
- সব জিনিস দোকানের ভেতরে নিয়ে যান

জিনিস গুছিয়ে রাখা:

- চাল, ডালের মতো মোড়কহীন জিনিসপত্র রাখার জন্যে ঢাকা দেওয়া পাত্র ব্যবহার করুন
- দিনের শেষে এই পাত্র গুলি মুছে রাখুন
- ফল, সবজি দোকানে খোলা অবস্থায় রাখা যাবে

জিনিস বিক্রির ক্ষেত্রে:

- যদি দোকানটি ছোট, অভ্যন্তরীণ হয়ে থাকে তবে ক্রেতাদের দোকানের বাইরে, প্রবেশপথে জিনিস পৌঁছে দিন
- বড়, অভ্যন্তরীণ দোকান হলে, দোকানে প্রবেশ করছেন এমন সকল ক্রেতাকে বলুন তাদের হাত পরিষ্কার করতে এবং ক্রেতার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করুন
- খোলা জায়গায় বসা হাট বাজার কিংবা পাইকারি জিনিসপত্র বিক্রি হয় যেখানে, সেখানে ক্রেতাদের একে অন্যের থেকে ১-২মিটারের দূরত্ব বজায় রাখতে বলুন
- দোকানের বাইরে ক্রেতাদের সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করবার জায়গায় চক দিয়ে গোল দাগ কেটে ১-২ মিটারের দূরত্ব নির্দেশ করুন

পারিশ্রমিক:

- আলাদা একটি বাক্সে টাকাপয়সা রাখুন এবং প্রতি দিন সেই বাক্স সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করুন
- টাকায় হাত দেওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন
- সম্ভব হলে, দোকানে এমন একজনকে মনোনীত করুন যিনি সমস্ত টাকাপয়সা সংক্রান্ত লেনদেন একা সামলাবেন

হোম ডেলিভারি:

- ক্রেতার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করুন, ডেলিভারির জিনিস বাড়ির বাইরে রাখুন
- ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছানোর পর একটি বাক্স কিংবা থলের সাহায্যে জিনিসের মূল্য সংগ্রহ করুন
- হাত ধোয়ার সুযোগ পেলে তারপর টাকায় হাত দিন।

বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে; ভুলত্রুটির সন্ধান পেলে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানানঃ indscicov@gmail.com.